BANGLADESH OBSERVED WORLD HYDROGRAPHIC DAY 2019

1. Bangladesh observed World Hydrography Day (WHD) on 21 June 2019. Bangladesh started celebrating this day since last few years to increase public awareness of the vital role that hydrography plays in everyone's lives. This year the celebration took place with the theme 'Hydrographic information Driving Marine Knowledge'. Being a major stakeholder, Bangladesh Navy (BN) took this opportunity to celebrate the day with following activities:

a. To mark the WHD, the Chief of the Naval Staff of BN sent a special signal message to all BN ships, establishments, training institutes and other important maritime stakeholders of the country. In his message, the Chief of the Naval Staff briefly expressed the importance of hydrographic information in materializing various maritime endeavors of the country. He also conveyed his appreciation to all personnel related to hydrographic survey work in Bangladesh.

b. A Special mobile SMS was generated as government information and sent to all cell phone users around the country stating the theme of this year's WHD to increase public awareness. For everyone's understanding the theme was translated to Bangla and expressed as *"হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত সমুদ্র জ্ঞানের চালিকা শক্তি - নৌ সদরদপ্তর।"*

c. An enlightening press release was issued both in Bangla and English regarding the 'Celebration of WHD 2019 in Bangladesh' by Inter Service Public Relation Directorate of Bangladesh Armed Forces and a number of national daily newspapers highlighted the news in their online and print versions. The news emphasized the importance of hydrographic work in acquiring sustainable development. Overall effort and achievements of Bangladesh Navy Hydrographic Department were also highlighted in the news. The press release (Bangla and English version) and glimpses of some news coverage done by the national newspapers are appended below:

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বিশ্বহাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৯

২১ জুন বাংলাদেশে 'বিশ্বহাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০১৯' উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সমুদ্র এবং সমুদ্র আইন বিষয়ক রেজুলেশান A/60/30 এর মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের গোড়াপত্তন ঘটে। তারপর থেকে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (IHO) এবং তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতি বছর ২১ জুন দিবসটিকে উদ্‌যাপন করে থাকে। IHO এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছর যাবৎ হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত দিবসটি পালন করে আসছে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়হল "***Hydrographic Information Driving Marine Knowledge***"। হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানে ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিস এবং এসংশ্লিষ্ট সকলের অবদান সর্বসাধারণের নিকট গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে IHO কর্তৃক এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্তের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত ব্যতিরেকে সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা প্রদান ও তার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণেও এখন হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্তের প্রধান ও অন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সমুদ্রে জাহাজ সমূহের নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিতকরা হয়। তবে বর্তমান সুনীল অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশের প্রেক্ষিতে হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্তের ব্যবহারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত মূখ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমুদ্র সম্পর্কিত সকল জ্ঞান বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

২০১৫ এর সেপ্টেম্বর মাসে 'টেকসই উন্নয়ন ২০৩০' সংক্রান্ত একটি এজেন্ডা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত মোট ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে ১৪ তম লক্ষ্যটি "Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development'। এতদ্‌ব্যতীত, টেকসই উন্নয়ন এর ১১তম লক্ষ্যটি সুনামির মত নানাবিধ প্রলয়ংকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বিভিন্ন সমুদ্রতীরবর্তী শহর এবং মনুষ্য বসতিকে রক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করে। আগামীতে টেকসই উন্নয়নের এ সকল লক্ষ্য অর্জনে হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় সকল ধরণের হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জলসীমায় নিরাপদে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দ্বারা প্রস্তুতকৃত আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট বিশ্বব্যাপী মেরিনারগন নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করছেন। এছাড়াও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বর্তমানে Electronic Navigational Chart (ENC) তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ জলসীমার ENC সমূহ নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিতকল্পে মেরিনারদের জন্য ইতিমধ্যেই সহজলভ্য করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ নৌবাহিনী 'টেকসই উন্নয়ন ২০৩০' সংক্রান্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নসহ সুনীল অর্থনীতির যথাযথ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে।

PRESS RELEASE
WORLD HYDROGRAPHY DAY 2019

Bangladesh observed World Hydrography Day on 21 June 2019. In 2005, the General Assembly of the United Nations (UN) adopted Resolution A/60/30 on oceans and law of the sea, which in particular welcomed the celebration of this day. International Hydrographic Organization (IHO) and its' Member States celebrate this day on 21st June of each year. As a Member State of IHO, Bangladesh started celebrating this day since last few years to increase public awareness of the vital role that hydrography plays in everyone's lives.

This year the theme of the day was; "***Hydrographic information driving marine knowledge***". The theme is intended to provide a broad range of opportunities to publicize the hydrographic work and services provided by national hydrographic offices, industry stakeholders and expert contributors, and the scientific community.

There is an increasing need for marine data, critical for the development of a sustainable blue economy, the protection of the marine environment, and the prevention or mitigation of con-sequences of marine disasters or climate change. There is no conservation and sustainable use of the oceans, seas and marine resources without hydrographic data. A wide range of related hydrographic data is now crucial in supporting important decisions. These data, and associated skills, are very similar to those used for supporting navigation. The customer base for hydrographic products and the use thereof are changing rapidly, either through the evolution of the requirements of navigation, or through the extension of other needs for marine data.

In September 2015, the UN General Assembly adopted its 2030 Agenda for sustainable development. The Agenda specifically targets the sustainability of the oceans under its Sustainable Development Goal 14 - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Sustainable Development Goal 11 also addresses the resilience of cities and human settlements from the impact of severe weather events like tsunami. Hydrography and the detailed knowledge of the shape and depth of the seafloor will play vital role in realizing these goals.

As per the allocation of business of the government, Bangladesh Navy (BN) is responsible for hydrographic activities at sea. BN Hydrographic Department is working relentlessly to keep Bangladesh waters safe for mariners. BN has already published number of International Standard Nautical Charts and those are being used by world mariners. To remain at par with the IMO requirement, BN has also attained the capability of producing Electronic Navigational Chart (ENC) and ENC of our waters are available for the mariners to conduct safe navigation.

ভোরের কাগজ

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত

কাগজ প্রতিবেদক : সমুদ্র ও সমুদ্রপথের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশেও বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়। বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'হাইড্রোগ্রাফিক ইনফরমেশন ড্রাইভিং মেরিন নলেজ'। সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, ব্লু ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সবার কাছে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য সাগর-মহাসাগর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা নব্বই ভাগের বেশি মালামাল সমুদ্রের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশেও বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'হাইড্রোগ্রাফিক ইনফরমেশন ড্রাইভিং নলেজ।' সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, ব্লু ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলোর গুরুত্ব সবার কাছে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসেস সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের লক্ষ্যে নটিক্যাল চার্ট ও পাবলিকেশন্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া সমুদ্র তলদেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, কেবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান ইত্যাদি কার্যক্রম এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী এরই মধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। আইএসপিআর।

© eSamakal 2017. All Rights Reserved.

দৈনিক ইত্তেফাক

'হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত সমুদ্রজ্ঞানের চালিকা শক্তি'

প্রকাশ : ২২ জুন ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গতকাল বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল হতে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– 'হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত সমুদ্র জ্ঞানের চালিকা শক্তি।'

সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, ব্লু ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সকলের নিকট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য সাগর-মহাসাগর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা নব্বই ভাগের বেশি মালামাল সমুদ্রের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। সমুদ্রে এ সকল জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসেস সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের লক্ষ্যে নটিক্যাল চার্ট ও পাবলিকেশন্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া সমুদ্র তলদেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং, অফশোর কন্সট্রাকশন, ক্যাবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, টেলি কমিউনিকেশন্স, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, সামুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, অ্যাকুয়াকালচার, ফিশিং, বায়োমেডিসিন, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যা একদিকে অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। নৌবাহিনীর তৈরিকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে।